ফিরে আসছে বিলুপ্তপ্রায় ‘নেনিয়া ধান’

গত শতকের পঞ্চাশ থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার অবস্থাসম্পন্ন কৃষকরা এক ধরনের স্থানীয় ধান আবাদ করতেন। ‘নেনিয়া ধান’ নামে এ ধান বাজারে বিক্রির জন্য আবাদ করা হতো না। বিশেষ করে খাওয়ার জন্য আবাদ করতেন কৃষকরা। নেনিয়া ধানের চাল থেকে তৈরি পোলাও, বিরিয়ানি, পায়েস ও ভাত অতি সুস্বাদু। গ্রামাঞ্চলে অবস্থাসম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে বিশেষ আত্মীয়স্বজন বা মেহমান এলে নেনিয়া ধানের চাল থেকে তৈরি পোলাও-বিরিয়ানি খাওয়ানো হতো। কালো রঙের ধানটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর একটি সুঘ্রাণ আছে, যা অন্যান্য সুগন্ধিযুক্ত ধানের চেয়ে তুলনামূলক বেশি, চাল আকারে চিকন ও লম্বা।

নব্বইয়ের দশকের আগে এ এলাকায় যে স্থানীয় জাতের ধানগুলো আবাদ হতো, সেগুলোর নাম ছিল কলম, বেগুনবিচি, মানসারা, এন্ডা, গজা, কাতার, কালোমোটা, নয়রাজ, বচি, নেনিয়া ইত্যাদি। এ ধানগুলো চাষাবাদ করতে কোনো কৃত্রিম সেচ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করা হতো না। তাই এ ধানের সর্বোচ্চ ফলন হতো প্রতি বিঘায় (১ বিঘা= ৩৩ শতক) সাত-আট মণ।

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যখন উচ্চফলনশীল জাতের ধান, কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা, রাসায়নিক সার-কীটনাশক, আগাছানাশক ওষুধের প্রয়োগ ইত্যাদি এ অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে আসা শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে স্থানীয় জাতের ধানগুলো কৃষকরা চাষাবাদ বন্ধ করে দিতে থাকেন। কারণ উচ্চফলনশীল ধান প্রতি বিঘায় ২০-৩০ মণ হয়। ফলে এ এলাকার ঐতিহ্যবাহী নেনিয়াসহ অন্যান্য ধান বিলুপ্ত হতে থাকে।

গত বছরের জুনে এলাকায় গিয়ে নেনিয়া ধানের বিলুপ্ত হওয়ার বিষয়টি জানতে পারি। এর পরই ধানটি কোনো কৃষকের কাছে আছে কিনা, তা খোঁজখবর নিতে শুরু করি। একপর্যায়ে রানীশংকৈল উপজেলার রানীভবানীপুর এলাকার কৃষক খেদমত আলীর বাড়িতে পাঁচ কেজি নেনিয়া ধানের খোঁজ পাওয়া যায়। ঐতিহ্যবাহী ধান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে এটি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন কৃষক খেদমত আলী।

নেনিয়া ধানের চাল থেকে তৈরি পোলাও, বিরিয়ানি, পায়েস ও ভাত অতি সুস্বাদু। গ্রামাঞ্চলে অবস্থাসম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে বিশেষ আত্মীয়স্বজন বা মেহমান এলে নেনিয়া ধানের চাল থেকে তৈরি পোলাও-বিরিয়ানি খাওয়ানো হতো। কালো রঙের ধানটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর একটি সুঘ্রাণ আছে, যা অন্যান্য সুগন্ধিযুক্ত ধানের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। এর চাল আকারে চিকন ও লম্বা হয়

সত্তরোর্ধ্ব খেদমত আলী বলেন, ধানটি এ এলাকায় ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে এসেছি। কিন্তু ধীরে ধীরে এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কয়েক বছর আগে এলাকার এক কৃষকের কাছ থেকে কিছু ধান সংগ্রহ করি। গত বছর এলাকায় নতুন করে নেনিয়া ধানের চাষ শুরু করি।

গত ডিসেম্বরে এক বিঘা জমি থেকে সাত মণ ধান পান তিনি। এর পর থেকেই আবার এ এলাকায় ধানটির চাষ শুরু হয়। এ মৌসুমে এলাকার কয়েকজন খেদমত আলীর কাছ থেকে বীজ নিয়ে নেনিয়া ধান চাষ করবেন। বর্তমানে ধানটির বীজতলা তৈরি করা হয়েছে।

বিলুপ্তপ্রায় উৎকৃষ্ট মানের এ সুগন্ধি ধানটির সঠিক বাজারমূল্য দিতে পারলে কৃষকের মাঝে এ ধান আবার ফিরে আসবে এবং বাণিজ্যিকভাবেও এর আবাদ করার সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে মনে করেন এখানকার কৃষকরা।

ঠাকুরগাঁও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আফতাব হোসেন বলেন, নেনিয়া এ অঞ্চলে চাষ হওয়া আদি ধান। শত বছর ধরে এ এলাকায় এটি চাষ হয়ে আসছে। কিন্তু ফলন কম হওয়ায় এবং আধুনিক ধানের আবাদ শুরু হওয়ায় এটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।

নতুন করে চাষাবাদ শুরু হওয়া ধানটি সরেজমিন দেখতে যাওয়ার পাশাপাশি আদি এ ধানের জাতটি যেন বিলুপ্ত না হয়, সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার কথা জানান এ কৃষি কর্মকর্তা।

নেনিয়া ধানের বীজ বপনের সময় ও পদ্ধতি

২৫-৩০ জুনের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে। প্রথমত, নেনিয়া ধান রোদে ১ ঘণ্টা শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর ৩০-৪০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর বীজে থাকা পানি শুকিয়ে নিতে হয়। পরে পাটের তৈরি একটি ব্যাগ পানিতে ভিজিয়ে বীজ সেই ভেজা ব্যাগে বেঁধে ১২-১৫ ঘণ্টা রাখতে হয়। তারপর ধানবীজগুলো বীজতলায় বপন করতে হয়।

বীজতলা তৈরি ও রোপণ

বীজতলার জন্য সামান্য উঁচু জমি নির্বাচন করতে হয়। যেখানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে না। প্রতি পাঁচ কেজি বীজের জন্য বীজতলার আয়তন হতে হবে দেড়-দুই শতক। বীজতলায় প্রয়োজনমতো জৈব সার দিয়ে ভালোমতো দু-তিনটি চাষ দিতে হয়। বীজ বপনের সময় বীজতলায় ১-২ ইঞ্চি পানি থাকতে হয়। তারপর সেই বীজতলায় ধানবীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের ১৫-২০ ঘণ্টা পর বীজতলার পানি বের করে ফেলতে হয়। ২৫-৩০ দিন পর সেই চারা জমিতে রোপণ করতে হয়। রোপণের আগে জমিতে পর্যাপ্ত জৈব সার দিয়ে দু-তিনটি চাষ দিতে হয়। প্রতি গোছায় (একসঙ্গে) তিন-চারটি চারাগাছ ৮-১০ ইঞ্চি পরপর রোপণ করতে হয়।

▶ **ড. আবুল হোসেন,** সাধারণ সম্পাদক
কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন

নেনিয়া ধান

গত শতকের পঞ্চাশ থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার অবস্থাসম্পন্ন কৃষকদের মধ্যে স্থানীয় জাতের নেনিয়া ধানের আবাদ জনপ্রিয় ছিল